প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিবির সন্দেহে ছয়জনকে মারধর, ছাত্রলীগের মহড়া

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল শুক্রবার দিনভর মহড়া দিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৮-দলীয় জোটের সমাবেশ ঘিরে জামায়াত-শিবির ও ছাত্রদলের কর্মীরা ক্যাম্পাসে হামলা করতে পারেন—এ আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে তাঁরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছিলেন। মহড়ার সময় কেউ কেউ সশস্ত্র ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম এ অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এদিকে জামায়াত-শিবিরের কর্মী সন্দেহে ছয়জনকে পিটিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এর মধ্যে তিনজনকে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

সকাল থেকে মধুর ক্যানটিনে জড়ো হন ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল শাখা, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের একটি অংশ মোটরবাইকে করে দিনভর ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন।

সিদ্দিকী নাজমুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, ১৮ দলের জনসভার নামে জামায়াত-শিবির ও ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা করতে পারে বলে গণমাধ্যমের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পেরেছিলেন। তাই তাদের প্রতিহত করতে তাঁরা মধুর ক্যানটিনে জড়ো হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে নয়টায় মধুর ক্যানটিনের সামনে ছাত্রশিবিরের কর্মী সন্দেহে রিফাউল ইসলাম ও আবদুল মালেক নামের দুজনকে পেটান ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এরপর শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় তাঁদের। বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে পেটানো হয় আরও চারজনকে। এঁদের মধ্যে মো. আলমগীর হোসেন নামের একজনকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। সন্ধ্যার পর শাহবাগ এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা বলেন, সকালে ছাত্রশিবির সন্দেহে দুজনকে পেটানো হয়েছে বলে শুনেছেন। কিন্তু বিকেলে মারধর করা হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) এম এ জলিল বলেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তিনজনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। এর মধ্যে দুজনকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।